For Private Circulation Only

৪র্থ বর্ষ বিশেষ সংখ্যা আগস্ট ২০১১

India ECHOES
ONE WORLD ONE HUMANITY

শ্রী রাম চন্দ্র মিশন®

স্মরণীয় জন্মদিন

শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের ৮৫ তম জন্মদিন ২৩ থেকে ২৫ জুলাই ২০১১ ভারতে তিরুপ্পুরের ডায়মন্ড জুবিলী পার্কে অনুষ্ঠিত হয় এবং আমাদের প্রিয়তম গুরুদেবের সান্নিধ্যে এই অনুষ্ঠানে সামিল হওয়া ছিল এক আনন্দমুখর উৎসব। গুরুদেব তিরুপ্পুরে পৌঁছান ২০ জুলাই এবং তাঁর গাড়ী যখন উৎসবস্থলে প্রবেশ করে তখন অভ্যাসীরা নীরব হয়ে অপেক্ষা করছিল তাদের প্রিয় গুরুদেবকে দেখার জন্য। একদল যুব অভ্যাসী গান গেয়ে গুরুদেবকে স্বাগত জানায়। গুরুদেবের গাড়ী থামল, তিনি গান শুনলেন তারপর কটেজে প্রবেশ করলেন। 'তিনি পৌঁছালেন' এবং তৎক্ষণাৎ সেখানকার পরিবেশের পরিবর্তন প্রত্যেকে অনুভব করল।

গুরুদেব যখন পৌঁছালেন তখন উৎসব স্থলের সবরকম সুযোগ সুবিধা প্রস্তুত ছিল। শুধুমাত্র শেষ পর্যায়ের কিছু করণীয় বাকী ছিল। তাঁর পৌঁছান মাত্র অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা অনেক বাড়ে এবং প্রত্যেকে তার নিজের কর্মক্ষেত্র ও দায়িত্ব বুঝে নেয় এবং বিভিন্ন রকম কাজের এলাকায় খুব সহজেই কাজ শুরু হয়। রুচি কাফে দবারা পরিচালিত ক্যান্টিনের উদ্বোধন করেন গুরুদেব। এরপর তিনি ক্যাম্পাসের চারিদিক ঘুরে সবরকম ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করেন।

বিশালকায় প্রস্তুতি

২০০০০০ বর্গ ফুট মাপের একটি বিশাল ধ্যানকক্ষ তৈরী করা হয়েছিল। প্রায় ১০০ জন স্বেচ্ছাসেবকের সহযোগিতায় ১৫০০ কেজি ফুল দিয়ে ধ্যানকক্ষ সাজানো হয়েছিল। সেখানে প্রায় ৪০০ স্বেচ্ছাসেবী ধ্যানকক্ষের বিভিন্ন কাজ যেমন মঞ্চ তৈরী করা, জল সরবরাহ, সাফাই, সাজানো, অডিও–ভিডিও, নিরাপত্তা, 'গোল্ডেন বুক' ইত্যাদিতে নিযুক্ত ছিল। এই ধরণের বিশাল মাপের আয়োজন সকলের ঐকতান ও সহযোগিতা এবং সর্বোপরি আমাদের গুরুদেবের ঐশী পরিচালনায় সম্ভব হয়েছিল। ২২ জুলাই সকালের সৎসঙ্গের মধ্য দিয়ে গুরুদেব ধ্যানকক্ষের উদ্বোধন করেন এবং উৎসবে প্রতিদিন সকালের সৎসঙ্গ তিনি পরিচালনা করেন।

ফোটো গ্যালারি ছিল একটা বড় আকর্ষণ এবং সেইরকম ছিল যুব জাগরণ কেন্দ্র (YAB)। এই কেন্দ্রে সহজ মার্গের যুবকরা যে সব বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে যুক্ত তার প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করা হয়। আরও একটি বড় আকর্ষণ ছিল শিশু কেন্দ্র। একটি বিশেষ ধরণের বিশাল আকারের তাঁবুতে নানা বয়সের শিশুরা অনেক রকম শিল্পকলায় যুক্ত ছিল। বিশেষভাবে রচিত একটি গান মুম্বাইতে রেকর্ডিং হয়েছিল যেটা উৎসব চলাকালীন প্রায় ২০০০ শিশু রিহার্সাল করে এবং সেটা সরাসরি গুরুদেবের কাছে প্রসারিত হয়। এটা এক বিস্ময়ের যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের শিশুদের সমবেত সংগীত এক সুরে শোনা।

সংখ্যায় এবং সুবিধায় এক উচ্চ মাত্রা

উৎসবে অভ্যাসীদের অংশগ্রহণ অতিমাত্রায় ছিল। ভান্ডারাতে শিশু সহ প্রায় ৪৮০০০ অভ্যাসী উপস্থিত ছিল। এ যাবৎ এটাই ছিল ছিল অভ্যাসীদের সব থেকে বড় সমাবেশ। অভ্যাসীদের থাকার জন্য প্রায় ২০০ ছাউনির ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়াও বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ন্যূনতম মূল্যে সীমিত সংখ্যায় আরাম ডর্মের ব্যবস্থা ছিল।

এই রকম বিশাল সংখ্যক অভ্যাসীদের সমাবেশে বিভিন্ন বিভাগের কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবীদের প্রচেষ্টা সবাই অনুমান করতে পারে। পরিবহন, থাকার আয়োজন ও নথিভুক্তিকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা খুবই কষ্টকর ছিল, কারণ ভান্ডারাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে বাস আসছিল এবং স্বেচ্ছাসেবীরা খুব সহজেই এবং ফলপ্রসূভাবে অভ্যাসীদের সহজভাবে চলাচলের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। খাদ্য ও জল সরবরাহকারী দল দিন রাত কাজ করেছে স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগিতা করার জন্য এবং স্বেচ্ছাসেবীরা যেখানে কাজ করেছে সেখানে সময়মত খাদ্য ও জল পৌঁছে দিয়েছে।

পুস্তক সংগ্রহশালা এক বিশাল আয়োজন এবং সেখানে সকল ভাষার বই এমনকি সদ্য প্রকাশিত বই কেনার জন্য মজুদ ছিল। রন্ধনশালায় ১০০ অভ্যাসী দাঁড়িয়ে রুটি তৈরী করছে, এ দৃশ্য দেখার মত। রন্ধনশালা অভ্যাসীদের জন্য সকালের 'ব্রাঞ্চ' ও বৈকালিক 'হাই টি' পরিবেশন করে।

সুসংগঠিত চিকিৎসা কেন্দ্র যেখানে আম্বুলেন্স ও অন্যান্য জরুরী সেবা সর্বদা উপলব্ধ ছিল। একটি বিশাল RO প্ল্যান্ট প্রতি ঘন্টায় ১০,০০০ লিটার জল উৎপাদন করে পানীয়ের চাহিদা পূরণের জন্য। একটি সুদক্ষ স্বেচ্ছাসেবী দল শৌচাগার পরিষ্কার ও ব্যবহারের উপযোগী করে রাখে। রন্ধনশালা এবং ক্যান্টিনে স্বাস্থ্যবিধিসম্মত পূর্ব সতর্কতা ছিল যার ফলে খুব কম সংখ্যক রুগীকে চিকিৎসা কেন্দ্রের দ্বারস্থ হতে হয়।

একটি নতুন নিয়মের সূচনা

২৩ জুলাই সকালের সৎসঙ্গের পর উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান ভ্রাঃ হর্ষবর্ধন গুপ্তা স্বাগত ভাষণ দেন। তিনি গুরুদেবকে ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এই জন্য যে, গুরুদেব উৎসবের জন্য তিরুপ্পুরে ভান্ডারাস্থল ঠিক করেন। তিনি ধন্যবাদ প্রকাশ করেন অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিল এবং প্রস্তুতির কাজে যোগ দিয়েছিল। ভ্রাঃ গুপ্তা জোর দিয়ে বলেন সিটিং এর সময় গুরুদেব তাঁর সমস্ত কিছু ঢেলে দেন 'ট্রানস্মিশন' এর মাধ্যমে, সুতরাং আমরা অভ্যাসীরা তাঁকে বিরক্ত করা থেকে যেন বিরত থাকি যখন তিনি 'কটেজে' থাকবেন।

এই ভান্ডারার জন্য গুরুদেবের অনুলিপি 'প্রেমে নিয়মানুবর্তিতা' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অভ্যাসীদের কাছে আবেদন করা হয় যে, তারা যেন গুরুদেবের বিশ্রাম এবং মনের উপর চাপ লাঘব করতে যত্নবান হয়। এই আবেদনে অভ্যাসীদের থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যায় এবং গুরুদেব তাঁর কাজের জন্য ও বিশ্রামের জন্য সময় পান। ১১–৩০ মিনিটে উৎসবের বিষয়বস্তু 'প্রেমে নিয়মানুবর্তিতা' এর উপর কার্যক্রম হয়। ভ্রাঃ চক্রপাণি প্রথমে ইংরাজী ও পরে তামিল ভাষায় প্রেরণামূলক বক্তৃতা দেন। তিনি তুলনামূলক আলোচনা করেন যে একটা জাহাজ সমুদ্রে যখন কিছু সময় থাকে তখন এটা বারণাক্ল্ সংগ্রহ করে যা জাহাজের গতি মন্থর করে দেয়। তখন পর্যায়ক্রমে জাহাজকে জাহাজঘাটায় থামাতে হয় পরিষ্কার করার জন্য। সেই রকম আমরা অভ্যাসীরা সারা বছর সংস্কার জমিয়ে তুলি এবং এই উৎসব একটা সময় যেখানে গুরুদেব অভ্যাসীদের সংস্কার মুক্ত করে তাদের নিজ নিজ স্থানে ফেরৎ পাঠান। ২৩ জুলাই সন্ধ্যায় বিভিন্ন কেন্দ্রের অভ্যাসীরা নৃত্য ও গীত পরিবেশন করে।

শুভ জন্মদিন

২৪ জুলাই সকালে গুরুদেব ধ্যানকক্ষে আসার আগে উৎসবে জলের প্রধান উৎস যে সরোবর সেখানে যান। তিনি দেখেন যে সরোবর জলে পূর্ণ এবং কৌতুক করে বলেন, এই জল কি যথেষ্ট, না কি বৃষ্টির প্রয়োজন ? এরপর গুরুদেব ধ্যান কক্ষে প্রবেশ করেন এবং সাথে সাথে বেহালায় জন্মদিনের সংগীত বেজে ওঠে ও সকল অভ্যাসী গান গায়। তিনি দেখেন অভ্যাসীতে পরিপূর্ণ ও উপচে পড়ছে। তিনি বলেন, ধ্যানকক্ষ পূর্ণ, সরোবরের মত। গুরুদেব উৎসবের তিন দিন ২৮ টি বিবাহ সম্পন্ন করান। ২৪ জুলাই ডঃ রঞ্জনা মেহেতা ও ভ্রাঃ গুরপ্রীত গভীর ভাবপূর্ণ ভজন পরিবেশন করে যা সকলের হৃদয় স্পর্শ করে এবং অনেকেই অশ্রুসিক্ত হয়। এরপর গুরুদেব ভাষণ দেন।

ভ্রাঃ পি. আর. কৃষ্ণা ২৪ জুলাই সন্ধ্যার সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সৎসঙ্গ চলাকালীন আকাশে মেঘ পুঞ্জীভূত হয় গুরুগুরু শব্দ ধ্বণিত হয়। সৎসঙ্গ শেষ হওয়া মাত্র খুব জোরে বৃষ্টি নামে। সৎসঙ্গের পর ডঃ জয়ন্তী কুমারেসান বীণা বাজায় এবং গুরুদেব তাঁর কটেজে CCTV তে দেখেন। এই অনুষ্ঠান খুব সুন্দর ছিল এবং প্রায় দু' ঘন্টা আবিষ্ট শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রেখেছিল।

প্রত্যেকে এটা বুঝতে পারে যে অভ্যাসীদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে মিলিত হওয়া গুরুদেবের পক্ষে খুবই কষ্টকর। তা সত্ত্বেও গুরুদেব সময় দিয়ে এবং কষ্ট করে বিভিন্ন অভ্যাসী দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ

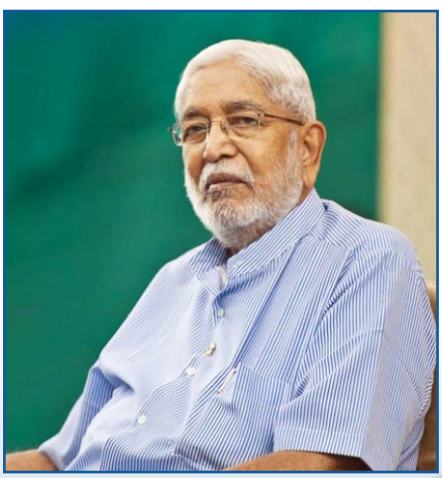

করেন । আফ্রিকা, নেপাল, শ্রীলঙ্কা. ইউ.এস.এ, ইউরোপ থেকে আসা অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন । একটা মিটিং এ তিনি বলেন যে অভ্যাসীদের প্রথমতঃ কাজ করা খুব জরুরী । তাদের নিজেদের উপর ও অন্যদের উপরও, তবেই মিটিং । তিনি বলেন যে কেবলমাত্র তবেই মিটিং এর সার্থকতা । তিনি অভ্যাসী দলকে কাজ করতে উৎসাহিত করেন এবং বলেন আবার পরবর্তী সময়ে দেখা হবে ।

মধুর সমাপন

শ্রদ্ধেয় গুরুদেব ২৫ জুলাই সকালে সমাপ্তি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । এরপর ভঃ নীহারিকা গুরুদেবের প্রশংসায় হিন্দী কবিতা পাঠ করে শোনায় । সেগুলি ছিল হৃদয়–নিঃসৃত এবং আবৃত্তি পাঠের মধ্য দিয়ে যে ভালবাসা উৎসারিত হয়েছিল তা ধ্যানকক্ষে উপস্থিত প্রত্যেক অভ্যাসী অনুভব করে । ভ্রাঃ পি. আর. কৃষ্ণা সমাপ্তি ভাষণ দেন । তিনি উৎসবের মূল বক্তব্য 'প্রেমে নিয়মানুবর্তিতা' এর উপর বলেন । তিনি মন্তব্য করেন যে, আমরা অভ্যাসীরা এই বিষয়টা উৎসবের মধ্যে বজায় রাখতে পেরেছি এবং আমরা খুশী হতে পারি এই জন্য যে, আমাদের আচরণে গুরুদেব খুশী । তিনি বলেন আমাদের জীবনে তিনটি প্রধাণ সমস্যা কুসংস্কার, প্রত্যাশা ও বিচার এবং এই তিনটি বিষয়ের কারণ হল ইগো । গুরুদেব বাবুজীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে একমাত্র গুরুদেবের প্রতি আনুগত্যই তাঁকে আজকের অবস্থায় উপনীত করেছে । এই বক্তব্যের পরেই উৎসবের সমাপ্তি ঘোষিত হয়, কিন্তু উৎসবের গভীর অনুভুতি আমাদের হৃদয়ে চির বিরাজমান থাকবে ।

গুরুদেবের ভাষণ থেকে উদ্ধৃত – ২৪ জুলাই

... "ও (গুরুপ্রীত) এইমাত্র গান গাইল, গুরুদেবের কৃপায়, প্রত্যেক মুহূর্ত এক এক নতুন সকাল। আমাদের সকালগুলো কি সত্যিকারের নতুন সকাল ? নাকি প্রত্যেকদিন সকালে আমরা অনুতপ্ত থাকি ? কেন আমার ঘুম ভাঙল ? আজ আমি কি করব ? এত বছরের কোন সমস্যা আমি সমাধান করতে পারলাম না, হয়তো অনেক জন্মেরও হতে পারে, তা হলে আজকের সকাল কি করে আলাদা হবে ? আবার আমাকে ঈশ্বরের কাছে বসে কাঁদতে হবে, 'আমাকে কেন এভাবে রেখে দিয়েছ'?

....আমরা নিজেদের জন্য ছাড়া অন্য কার জন্য কি করি? নিজেদের ঘর ঝাড়ু দিয়ে রাস্তায় নোংরা ফেলে দিই কি না ? নিজেদের বাচ্চাদের এখনও রাস্তার ধারে বসিয়ে পায়খানা করাই কি না ? সিগারেটের পোড়া অংশ রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা, নোংরা কাগজ রাস্তায় ফেলা, থুতু ফেলা, কি না করি ? আবার জোর গলায় সবুজ পরিবেশ রচনার কথা বলি। আমরা কি গাছ কেটে ফেলছি না ? আমরা নদীর জল দূষিত করি কি না? জানতো প্রাচীন বেদে বলেছে – একজন ভালো লোকের উচিত হল পরিবেশ রক্ষা করা, তার গাছ কাটা উচিত নয়, তার উচিত গাছকে পূজো করা। কারণ গাছপালা ছাড়া কোন অক্সিজেন থাকতে পারে না। বাতাবরণও দূষণমুক্ত হতে পারে না। গাছপালা জ্বালানী কাঠের জন্য নয়। গাছপালা বায়ুমল পরিশুদ্ধ করার জন্য যা আমরা কার্বন–ডাই–অক্সাইড রূপে শ্বাস–প্রশ্বাস ত্যাগ করার মাধ্যমে সদাই দূষিত করে তুলি। আমরা দূষিতকারী অথচ মুখে বড় বড় কথা বলি যে – মানুষ ক্রমবিকাশের একেবারে 'শিখরে' উন্নীত। সে হয়তো ক্রমবিকাশের 'শিকার' কিন্তু 'শিখর' কখনও নয়।

... অর্থাৎ আমি যা বলতে চাইছি তা হল, আজকের এই পরিণতির জন্য আমরা প্রত্যেকে দায়ী, যে দেশ এক সমৃদ্ধশালী দেশ হওয়ার কথা ছিল, যে দেশে গঙ্গা নদী বয়ে চলেছে, যে দেশ বেদের জন্ম দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি .... আমরা কত কিছুই না দাবী করি। কিন্তু একবারও কি চেষ্টা করি সেই পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রেখে সুস্থ মানবজীবনের প্রয়োজনটুকুর যোগান দিতে ? প্রেম, ক্ষমা, করুণা – এসব অপরকে শোষণ করার জন্য নয়, আবার শুধু নিজের জন্যও নয়। বরং অপরের কল্যানের জন্য। আসলে আধ্যাত্মিকতায় বলে, নিজেকে ভুলে যাও। তুমি অপরের জন্য যা করবে তা তোমার কাছেই ফিরে আসবে, তার মানে এক যুগ পরে নয়। কারণ প্রাচীন শাস্ত্র, বিজ্ঞান যাই বলো না কেন, সবাই বলে, তুমি যা ভাববে, তাই তোমার কাছে সারা ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আবার ফিরে আসবে। তুমি ঘৃণা করো, ঘৃণা তোমার কাছে আসবে, তুমি ভালোবাসো, ভালোবাসা তোমার কাছে আসবে। তুমি শুধু দাও, দেখবে তোমার দান তোমার কাছেই ফিরে আসবে। অথচ তুমি কি করছ ? শুধু নাও, নাও, নাও।

... কথায় আছে পাথর পাথরই। তুমি তাকে লাথি মেরে দিতে পারো, ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারো, যা ইচ্ছা তাই করতে পারো। কিন্তু, যদি মন্দিরে রেখে দাও, তাহলে তখন তুমি তার সেবক। অতএব কোথায় তুমি পাথর রাখবে, কোথায় টাকা রাখবে, কোথায় ভক্তি নিবেদন করবে, সে বিষয়ে সাবধান। আজকের দুনিয়া খুব খারাপ, তাই সাবধান। আর আগামী দিন অর্থাৎ পাঁচ বছর পরে কি হতে চলেছে ? তোমার শিশুদের বয়স পাঁচ বছর, নাতিপুতির বয়স পাঁচ বছর, তুমি নিজে বৃদ্ধ এবং তোমার সেই সাহস নেই যে তুমি বলবে – আজকের এই পরিস্থিতি তোমার নিজেরই সৃষ্টি। হে আমার পুত্ররা, তোমরা অন্ততঃ এই কাজ কোরো না। আমরা করি না। তাই এখানে সমবেত অধিকাংশের কাছে আধ্যাত্মিকতা সময়ের অপচয় মাত্র। আমরা ছুটি কাটাতে আসি, গান শুনি, ভালো খাবার খাই। ক'জন প্রকৃত নিষ্ঠাবান আধ্যাত্মিকতার পিয়াসী আছে ?

... সত্য হল এক তিতা ওষুধ, আর একে আমরা চিনির আবরণ দিয়ে ঢাকতে পারিনা কারণ এর কোনো অর্থ নেই। তাই চরম মানের তিতা ওষুধের জন্য প্রস্তুত থাকো যা তোমার অন্তর থেকে আসবে। যখন সন্ধ্যায় তুমি সাফাই করো তখন কি তোমার নিজের দিকে কখনও তাকিয়েছ ? রাতে শোওয়ার আগে প্রার্থনা করার সময় কখনও ভেবেছো কি বাবুজী কি বলেছিলেন, 'একই ভুল বার বার না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও'। আমরা তা করি কি ? না কি শুধুমাত্র "হে, প্রভু ! তুমিই মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ....." দায় সারা কাজের মতো .... এ কোন হাসির কথা নয়, যদিও তা মনে হয় কিন্তু তা মারাত্মক।

প্রকৃতির শক্তি জাগ্রত হলে, জান তো, পশু, পক্ষী, পিঁপড়েরা তা টের পায়, কিন্তু আমরা জানতে পারি না। আমরা সিস্মোগ্রাফের উপর নির্ভর করি। দূরদর্শনের গরম খবরের উপর আমরা আস্থা রাখি যার অধিকাংশই মিথ্যা। এখানে (হৃদয়ে) যা আছে তা তোমরা কখনও দেখ না কি ? এ কি তোমাকে কোন ধ্বংসের সংকেত দেয় ? যখনই ভয় পাবে, বিপথে যেতে থাকবে, তখনই এখানে (হৃদয়ে) তাকাবে। বাবুজী মহারাজ বলেছেন, "মনকে বিশ্বাস কোরো না, এ হল চিন্তার উপকরণ যা তোমাকে কেবল তথ্য যোগাবে, এ কখনও বলতে পারবে না কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। যখনই কোন সন্দেহ হবে, হৃদয়ের দিকে তাকাও"। আজ তোমাদের সকলের জন্যে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করি"।

নতুন প্রকাশনা

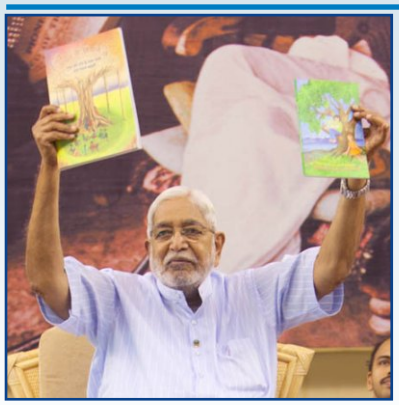

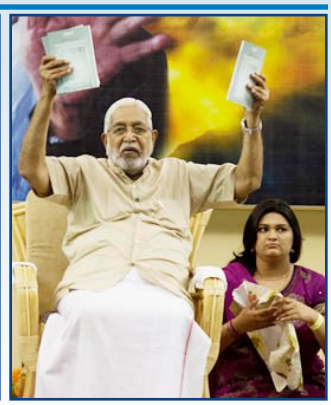

গুরুদেব এই উৎসবে বেশ কিছু বই ও CD প্রকাশ করেন। তার কিছু তালিকা এখানে দেওয়া হল।

Tales of Wonder I
Tamil, Telugu, Hindi

Complete Works of Ram Chandra Vol I- Hindi

Why Spirituality
English, Hindi, Telugu, Tamil, Gujarati, Kannaada, Marathi, Nepali, German, Italian, Portuguese, Spanish

Down Memory Lane
Second Edition

Understanding Spirituality
(Set of 5 DVDs)

Prefects DVDs Set Volume 2
(Non-Corpus)

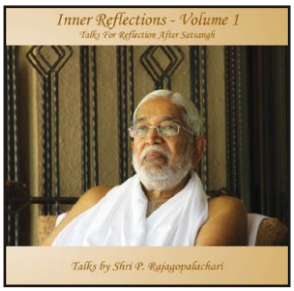

Inner Reflections - Volume 1
Talks for Reflections after Satsangh

Guru and the Goal
Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Marathi, Gujarathi

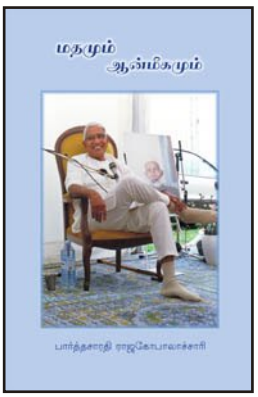

Religion and Spirituality
Tamil

Youth Vol-1
Italian

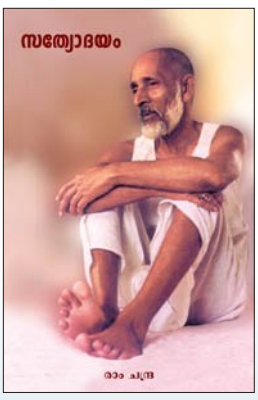

Reality at Dawn
Malayalam

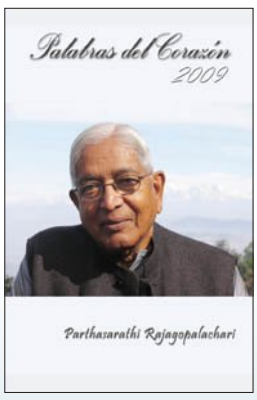

HeartSpeak 2009
Spanish

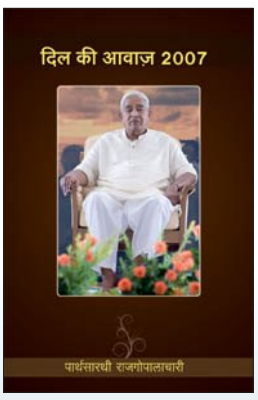

HeartSpeak 2007
Hindi

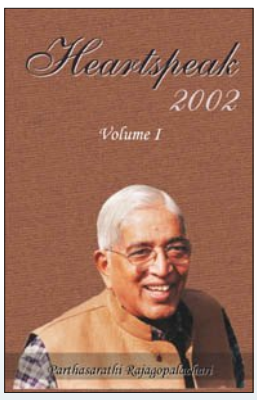

HeartSpeak 2002 Vol I
English

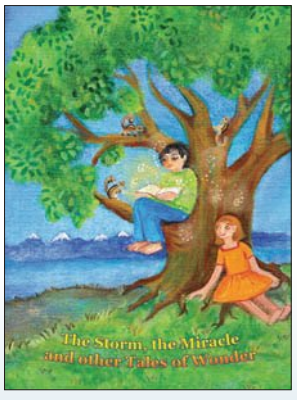

Tales of Wonder II
English